শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-১১

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

কঠিন হৃদয় কিভাবে গলবে

কেউ যখন দেখে তার নিজের হৃদয়টাই কঠিন হয়ে গেছে, তখন বলতে হবে সেটা অগ্রগতির একটা লক্ষণ বটে। সচরাচর কেউ ভগবদ্ভক্তির পথে নেমে, আর যৎসামান্য এগিয়েই অমনি ভাবতে থাকে, "আমি খুব এগিয়ে গিয়েছি।" কিন্তু যখন কেউ আরও অগ্রসর হয় এবং ভগবদ্ভক্তি যে কত উচ্চ স্তরের, সে-বিষয়ে উদারতর ধারণা লাভ করে, তখন সে নিজেকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎ কর বলে বুঝতে পারে। এমন কি, শ্রীমতী রাধারাণীও নিজেকে আদপেই ভক্ত বলে মনে করেন না। যদি আমরা নিজেদের খুব অগ্রণী ভক্ত বলে না মনে করতে শুরু করি, সেটাও অগ্রগতির একটা সুলক্ষণ। এতে আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়, বরং এর ফলে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত করে তুলতে এবং প্রকৃত ভক্ত হয়ে ওঠার জন্য তীব্র আকুলতা জাগবে।

আমরা যে কঠিন-হৃদয় হয়ে উঠি, সেটা অস্বাভাবিক নয়। বাস্তবিকই, তা নিয়ে যদি আমরা সজাগ থাকি, তা হলে সেটা ঠিক পথেই যথার্থ পা ফেলা হবে। এখনই আমাদের হৃদয় গলাতে শুরু করা উচিত।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা কালে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথদেবের সাথে বিরহ-বিচ্ছেদের ফলে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর সর্বশরীর বাস্তবিকই জ্বলে যাচ্ছিল। তিনি এগার মাইল দূরে অলানাথ মন্দিরে ছুটতে ছুটতে চলে যান আর সেখানে গিয়েই শ্রীবিষ্ণুমূর্তির সামনে আছড়ে পড়েন। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে দণ্ডবৎ করেন। বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে তিনি বিগ্রহের সামনেই মূর্চ্ছা যান। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে তাঁর শরীর এমনই বিভোর হয়ে উঠেছিল যে, তিনি যেন বাস্তবিকই পাথরের মধ্যে বিগলিত হচ্ছিলেন। পাথরটি গলে গিয়েছিল। পূর্ণ সাতফুট দীর্ঘ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবয়বটির ছাপ অঙ্কিত পাথরটি আজও আলালনাথের মন্দিরে রয়েছে। এই আলালনাথ মন্দিরটি জগন্নাথ পুরীরই কাছে (যে-মন্দিরে পাথরটিকে আজও পূজা-অর্চনা করা হয়ে থাকে, আমরা চাইলে সেখানে আমাদের পূজার অর্ঘ্যদানের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে)।

কৃষ্ণের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম এমনই সুতীব্র যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে থেকে, তাঁর নাম কীর্তন করে, তাঁর

লীলাকথা শ্রবণ এবং স্মরণ করে, তাঁর পবিত্র ধাম দর্শন করে, আর ধামে থাকতে না পেরে বিরহ বেদনা সর্বদা অনুভবের মাধ্যমে, পাথরের মতো কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের কাছে অপরাধ পরিহার করে আমাদের চলতে হবে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্য রক্ষা করে চলতে হবে। তাঁর সান্নিধ্যে কঠিনতম হৃদয়ও অনায়াসে বিগলিত হয়ে যায়।

যে সব ভক্ত মনে করে, তাদের হৃদয় কঠিন নয় কিংবা ভাবে, তারা তো এগিয়েই রয়েছে, অথবা যারা মনে করছে প্রচুর কৃপা লাভের খুব একটা প্রয়োজনই তাদের নেই। বুঝতে হবে তারা অন্যান্য কৃপাপ্রার্থী ভক্তদের চেয়ে অতীব শোচনীয় অবস্থায় পড়ে আছেন। মহাপ্রভুর কৃপা যে পেতে চায় আর সেই কৃপা লাভের জন্য সদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে, কৃপার আবশ্যকতা উপলব্ধি যে করে, তার চেয়ে ঐসব ভক্তরা তো খুবই দুর্ভাগা। মন্ত্রের মধ্যে যে নিগূঢ় শব্দটি রয়েছে, তা হল কৃপালাভের আকুলতা। আর আমাদের অভিলাষ বৃদ্ধি করে তোলার ব্যাপারে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে আকুলতার অভাব রয়েছে, তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতেই হবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার জন্য আমাদের ব্যগ্রতা তীব্রতর করে তুলতেই হবে।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৬

যৌনজীবন উপভোগ নিজের রক্ত চোষার ন্যায়

ভড় উপভোগের প্রতি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যৌনজীবন। যৌনজীবন উপভোগ করা হচ্ছে নিজের রক্ত চোষার ন্যায়, এই সম্পর্কে বর্ণনা করার আর বেশি কিছু নেই।

-১৫ অক্টোবর, ১৯৮২, মুরারীসেবক ফার্ম, মালভেরী, টিনেসী

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net